দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 2 8 MAY 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

223

তদন্ত কমিটি গঠন

গতকাল (সোমবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের এক জরুরী সভায় ক্যাম্পাসে সৃষ্ট সন্ত্রাসী ঘটনা তদন্তের লক্ষ্যে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত (৭ম পৃঃ দ্রঃ)

তদন্ত কমিটি গঠন

(১ম পৃঃ পর)

কমিটি গঠন করা হইয়াছে। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী এই কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। সভায় ক্যাম্পাসের ঘটনায় তীব্র নিন্দা প্রকাশ করা হয়। সভায় বলা হয়, ছাত্র সংগঠনগুলি যেহেতু রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত, কাজেই ক্যাম্পাসে যাহাতে ছাত্রদের দ্বারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ না ঘটে সেজন্য স্ব স্ব সংগঠনের ছাত্রকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলিকে দায়িত্ব নিতে হইবে। সভার এক প্রস্তাবে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির যাহাতে অবনতি না ঘটে তাহার জন্য পুলিশ বাহিনীকে আরও তৎপর ও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান হয়।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকাল এক বিবৃতিতে ক্যাম্পাসে সৃষ্ট ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, গতকাল সভা শুরুর পূর্বে একদল ছাত্র এবং কিছুসংখ্যক যুবক ভিসির কক্ষে প্রবেশ করিয়া মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে ক্যাম্পাস হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার দাবী জানায়। ভিসি ছাত্রদের বলেন, ক্যাম্পাসে যে সকল রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন রহিয়াছে সেই দলের প্রধানদের সভায় ডাকা হইয়াছে এবং সেজন্যই জামায়াতে ইসলামীকেও ডাকা হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু ছাত্ররা ইহা চাহিতেছে না তাই তিনি ১৫ মিনিটের মধ্যে ইহার একটি সমাধান দিবেন। ইহাতে ছাত্রদের উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হয় এবং অনেকে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হয়। কিন্তু এই সময় অন্য একটি ছাত্র সংগঠনের প্রায় ৫০/৬০ জন ছাত্র কর্মী প্রবল বেগে ভিসির কক্ষে প্রবেশ করিয়া একই দাবী জানায়। ফলে অফিসকক্ষে দারুণ বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং কেউ কেউ মাওলানা নিজামীকে দৈহিকভাবে আক্রমণ করে। বাকশালের মহিউদ্দিন আহমেদ ছাত্রদের থামানোর চেষ্টা চালান। এমনকি তিনি মেঝেতে শুইয়া পড়িয়া ছাত্রদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। একই সাথে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও উপস্থিত সিণ্ডিকেট সদস্যবৃন্দ ছাত্রদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। এই রকম অবস্থা যখন চলিতেছিল তখন কয়েকজন ছাত্র ভিসিকে জানায় যে, তাহারা বাহিরে যাইতে চায়। কিন্তু পুলিশ বাধা প্রদান করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া ভিসি বাহিরে যান এবং ছাত্ররা যাহাতে চলিয়া যাইতে পারে তাহার জন্য পুলিশ কর্মকর্তাকে বলেন। তিনি অফিস কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন মাওলানা নিজামী তাহার কক্ষে নাই। সিণ্ডিকেট সদস্যবৃন্দ তাহাকে অবহিত করেন যে, মাওলানা নিজামীর উপর দৈহিক আক্রমণ হওয়ার ফলে তাহাকে পার্শ্ববর্তী কক্ষে নেওয়া হইয়াছে। ভিসি অবগত হন যে, তাহার অনুপস্থিতির সময় কেউ কেউ তাহার টেবিল টপকাইয়া মাওলানা নিজামীকে আক্রমণ করে। সিণ্ডিকেট সদস্যবৃন্দ ভিসিকে জানান মাওলানা নিজামীকে যখন আক্রমণ করা হইয়াছিল তখন অফিস কক্ষে উপস্থিত পুলিশের সদস্যবৃন্দ উদ্যোগ নিলে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতেন।